কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 31 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 2 ...

বাস্তবে বাঁশঝাড় হলেও কাগজে-কলমে এটি একটি বিদ্যালয়। কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার পূর্ব জকারহাট পশ্চিম নওদাবশ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এটি। ছবি : কালের কণ্ঠ

বাঁশঝাড়কে দেখানো হলো বিদ্যালয়!

কুড়িগ্রামে সরকারীকরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি

আব্দুল খালেক ফারুক, কুড়িগ্রাম ▷

শিক্ষক নেই, শিক্ষার্থী নেই, জমি নেই, ঘর নেই। তবে আছে কমিটি। সেটি শুধু কাগজে-কলমে। সেই কমিটি একটি বাঁশঝাড়কে বিদ্যালয় হিসেবে দেখিয়েছে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের। কর্মকর্তারা গত বছর বিদ্যালয়টিকে সরকারীকরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন।

শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয়ের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ফুলবাড়ী উপজেলায় ১১টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের জন্য তথ্য পাঠানো হয়েছে গত বছরের ৯ আগস্ট। অপেক্ষমাণ রয়েছে আরো ছয়টি। এসব বিদ্যালয় জাতীয়করণে চলেছে তুঘলকি কারবার। ১১টির মধ্যে একটিও সচল নয়। সব হঠাৎ গজে ওঠা। কয়েকটি মাদ্রাসাকে দেখানো হয়েছে স্কুল হিসেবে। এর মধ্যে একটি বাঁশঝাড়কে সচল স্কুল দেখানো হয়েছে।

ফুলবাড়ী উপজেলার কয়েকটি স্কুলে গিয়ে দেখা গেছে, উত্তর নজর মামুদ, সুজানের কুঠি আদর্শ, সর্দারপাড়া পশ্চিম খোচাবাড়ী আবাসন, খোচাবাড়ী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব অবকাঠামো নেই। তাদের জমি আদৌ আছে কি না তা-ও কেউ জানে না। সম্প্রতি টিনশেড ঘর করা হয়েছে। দরজা-জানালা নেই। নেই চেয়ার-টেবিল বা আসবাবপত্র। শিক্ষার্থী নেই। তবে কাগজে-কলমে শিক্ষক রয়েছে। পুরনো তারিখ দেখিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এমন অবস্থায় হতবাক উপজেলার সচেতন অনেকে। শিক্ষা অফিসের জাতীয়করণ বাণিজ্যের অভিযোগও রয়েছে।

সম্প্রতি দেখা যায়, ফুলবাড়ী উপজেলার নওদাবশ গ্রামে একটি বাঁশঝাড়। চারপাশে গাছের সারি। এক কোনায় পারিবারিক শৌচাগার। বাস্তবে এমন হলেও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের খাতা-কলমে এটি চলমান স্কুল। নাম পূর্ব জকারহাট পশ্চিম নওদাবশ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শুধু তা-ই নয়, এটি জাতীয়করণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দিয়েছেন শিক্ষা কর্মকর্তা। অথচ ওই স্থানে কোনো স্কুল ছিল না গত ২০ বছরে। তবে ২২ বছর আগে একটি পারিবারিক স্কুল ছিল স্থানীয় বিনোদ ও বীরেন চন্দ্রের বাবার। পরে স্কুলটি ভেঙে সেখানে বসতি গড়েন তাঁরা। প্রায় ১৫-১৬ বছর আগে বাড়ি ভেঙে জায়গাটি বিক্রি করেন কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ের কাছে। সেই থেকে ভোগদখল করে আসছেন কৃষ্ণ। জমিতে বাঁশঝাড় লাগিয়েছেন, একপাশে শৌচাগার দিয়ে ব্যবহার করছেন।

জমির আগের মালিকের ছেলে বীরেন চন্দ্র স্কুল জাতীয়করণের জন্য তদবির করছেন। তাঁকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া না গেলেও কথা হয় তাঁর বড় ভাই বিনোদ চন্দ্রের সঙ্গে। তিনি পূর্ব চন্দ্রখানা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি বলেন, ওখানে স্কুল নেই ঠিক আছে। জাতীয়করণ হলে করা হবে। সব স্কুল এভাবে হচ্ছে। অন্যের জমি বিষয়ে বলেন, অনেক দিন আগে জায়গাটি স্কুলের নামে দেওয়া হয়েছিল। এরপর বিক্রি করা হয়। স্কুল সরকারি হলে ক্রেতাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, তারা ছেড়ে দিয়ে অন্যখানে জমি নেবে।

তবে এ কথায় রাজি নন জমির মালিক কৃষ্ণ চন্দ্র। তিনি বলেন, 'অনেক বছর হলো জমি কিনেছি। বাঁশ লাগিয়েছি। এখন ফেরত দেব না।' একই কথা বলে তাঁর ভাই অনিল চন্দ্র রায়, ছেলে কৈলাস চন্দ্র রায়সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা।

বিষয়টি শুনে হতবাক স্থানীয় লোকজন। একজন অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, বাঁশঝাড় কী করে স্কুল হয়?

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস ছামাদ বলেন, 'ওই নামে কোনো বিদ্যালয় এখানে আছে বলে আমার জানা নেই।' ফুলবাড়ী উপজেলায় নতুন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণে এমন সব ঘটনাই ঘটেছে। এমন কয়েকটি চিহ্নহীন বিদ্যালয়কে সচল দেখিয়ে জাতীকরণের অনুমোদন দিয়েছে উপজেলা শিক্ষা অফিস।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা পর্যায়ে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরেজমিনে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তার পরিদর্শন করার কথা। কিন্তু শিক্ষা কর্মকর্তা পরিদর্শন না করে অফিসে বসে টাকার বিনিময়ে জাতীয়করণে প্রতিবেদন দিয়েছেন। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে, সেগুলোকে ২০১৪ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা যাবে। ফুলবাড়ী উপজেলায় এসব নীতি মানা হয়নি।

অনুসন্ধানে আরো দেখা যায়, ২০০৩ সালে রৌমারী উপজেলার ওকড়াকান্দা গ্রামের দারাজ উদ্দিন ৩৩ শতাংশ জমি ওকড়াকান্দা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে ওয়াক্‌ফ করেন। জমিদাতার মৃত্যু হলে ভাগবাটোয়ারা হয়ে যায় পৈতৃক সম্পত্তি। দান করা জমি দারাজের ছেলে আব্দুস সালামের ভাগে পড়ে। সম্প্রতি ওই স্কুলের নামে দুই ছাত্র ও তিন ছাত্রী (শিশুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এ কারণে নাম প্রকাশ করা হলো না) শৌলমারী এমআর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ২০১৬ সালের প্রাথমিক সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষায় অংশ নেয়। তবে শৌলমারী এমআর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান বলেন, 'ওই পাঁচজন পরীক্ষার্থী আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।' জমির মালিক আব্দুস সালাম খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, কে বা কারা গোপনে কাগজে-কলমে স্কুলটি জারি রেখেছে। আর এ কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করছেন রৌমারী উপজেলা শিক্ষা অফিসের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এ নিয়ে ২০১৬ সালের ২৪ নভেম্বর তিনি রৌমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগে বলা হয়, 'ওই জায়গায় স্কুলের কোনো অস্তিত্ব নেই। শিক্ষা অফিসসহ এর সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

জমির মালিক আব্দুস সালাম বলেন, 'এ জমিতে কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়নি। আমি চার-পাঁচ বছর আগে গাছ রোপণ করেছি। পরিবার নিয়ে ঘর তুলে বসবাস করছি।' ফুলবাড়ী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা স্বপন কুমার অধিকারী বলেন, 'আমার পক্ষ থেকে কোনো স্কুলের সুপারিশ করা হয়নি। মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সংসদ সদস্যের ডিও লেটার (অনানুষ্ঠানিক চিঠি), জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউএনওর পাঠানো চিঠির আলোকে কাজ হয়েছে।' তবে কিছু বিদ্যালয় এখনো নতুন বলে তিনি স্বীকার করেন। কুড়িগ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এনামুল হক বলেন, ২০১৬ সালে জেলার ৭৬টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের জন্য ৯টি উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে সুপারিশ করা হয়েছে। তবে জেলা শিক্ষা কমিটি এর একটিকেও জাতীয়করণের অনুমোদন না দেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করেছে।